দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 FEB 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

3

যাঁরা একুশে পদক পেলেন

(স্টাফ রিপোর্টার)

শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদানের জন্যে সরকার এবার ১২ জনকে একুশে পদক ৮৭ পুরস্কারে ভূষিত করেছেন।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হচ্ছেন:

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

আহমেদ হুমায়ুন

নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী

বাংলা একাডেমী পুরস্কার ঘোষণা

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮৬ গতকাল ঘোষণা করা হয়েছে। পুরস্কার পেয়েছেন মোহাম্মদ রফিক ও হুমায়ুন আজাদ।

পুরস্কারের অর্থমান নগদ পঁচিশ হাজার টাকা এবং সনদপত্র। গতকাল বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিকাল সাড়ে ৪টায় একাডেমী প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার ও সনদ প্রদান করা হবে।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

পদক পেলেন

(প্রথম পৃঃ পর)

সাহিত্যঃ বেগম জাহানারা আরজু, জনাব আনিস সিদ্দিকী (মরণোত্তর), ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

শিক্ষাঃ অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবুল কাশেম, অধ্যাপক এম এ নাসের ও ডঃ আহমদ শামসুল ইসলাম।

সাংবাদিকতাঃ জনাব নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী (মরণোত্তর) ও জনাব এস এম আহমেদ হুমায়ুন।

শিল্পকলাঃ জনাব কানাইলাল শীল (মরণোত্তর) যন্ত্রসঙ্গীত, জনাবা ফরিদা পারভীন (সঙ্গীত) এবং সৈয়দ মইনুল হোসেন (স্থাপত্য)।

উল্লেখ্য সাংবাদিকতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত জনাব এস এম আহমেদ হুমায়ুন দৈনিক বাংলার সম্পাদক। মরহুম নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীও দৈনিক বাংলার সম্পাদক ছিলেন।

পুরস্কৃত প্রত্যেককে এককালীন নগদ ১০ হাজার টাকা এবং ১৮ ক্যারেট মানের তিন ভরি ওজনের একটি সোনার পদক ও সম্মানপত্র প্রদান করা হবে।

বাংলা একাডেমী

(প্রথম পৃঃ পর)

এর আগে বাংলা একাডেমী পুরস্কারের অর্থমান ছিল পাঁচ হাজার টাকা। গত বছর তা ২৫ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়। ১৯৬০ সাল থেকে শুরু করে বাংলা একাডেমী ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবার সাহিত্যের সাতটি শাখায় পুরস্কার দিত। ১৯৮৬ সালে কাউকে পুরস্কার দেয়া হয়নি। এখন থেকে প্রতি বছর মাত্র দু'জন সাহিত্যিককে পুরস্কৃত করার বিধান চালু করা হয়েছে।

পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি মোহাম্মদ রফিক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ গাওদিয়া, ধুলোর সংসারে এই মাটি, কীর্তিনাশা, কপিলা, খোলা কবিতা ইত্যাদি।

পুরস্কারপ্রাপ্ত অপর লেখক হুমায়ুন আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর। কবি, প্রাবন্ধিক, ভাষা বিশেষজ্ঞ ও সমালোচক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ অলৌকিক ইস্টিমার, লাল নীল দীপাবলি, জ্বলো চিতাবাঘ, সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, শামসুর রাহমানঃ নিঃসঙ্গ শেরপা ইত্যাদি।